দৈনিক খবর

তারিখ 09 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করুন

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সন্ত্রাসী ও নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করার জন্যে কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। গত শুক্রবার সুগন্ধায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ, সকল অনুষদের ডীন, প্রভোষ্ট, সিন্ডিকেটের সদস্যবৃন্দ এবং উপাচার্য এমাজ উদ্দিন আহমদ ও উপ-উপাচার্য ওয়াকিল আহমদের সঙ্গে আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী উক্ত আহবান জানিয়ে বলেন, 'ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসে লিপ্ত যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি দল ক্যাম্পাসে তাঁদের নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন এবং এ ব্যাপারে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানান। প্রধানমন্ত্রী তাদের আশ্বাস দেন যে, সরকারের যা করণীয় তা করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব তা করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে সাহায্য দরকার হলে সরকার এগিয়েআসবে।

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ সাম্প্রতিক হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবী জানান। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসী ছাত্রদের বহিষ্কার করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকার উভয়েরই উচিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া। এখানে উল্লেখ্য, সরকার সমর্থিত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কেন্দ্র করে গত ১লা নভেম্বর ক্যাম্পাসে দিনে-দুপুরে পুলিশসহ শত শত লোকের সামনে প্রকাশ্য গুলীবর্ষণসহ নারকীয় হত্যাকান্ড ঘটে গেল। তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ দূরের কথা, কারো জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তাও যে আর নেই সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসী ছাত্রদের বহিষ্কার করতে বলেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের দলের ছাত্র নামধারী অস্ত্রধারীরা যে সময় প্রকাশ্যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একক প্রচেষ্টায় পরিস্থিতির উন্নতি বিধান করা সম্ভব বলে মনে হয় না। সরকারেরও উচিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা। নতুবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একক প্রচেষ্টায় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়ে বেশীদূর এগুতে পারবেন না। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিজেদেরই জীবনের নিরাপত্তা নেই, সেখানে কর্তৃপক্ষ কিভাবে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবেন? এ ব্যাপারে সরকারকেও নিরপেক্ষভাবে কঠোর নীতি অনুসরণ করে দলমত নির্বিশেষে সকল সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১লা নভেম্বর যে প্রকাশ্য গোলাগুলী এবং ভয়াবহ হত্যাকান্ড ঘটে গেল তার ফলে আর কোনো অভিভাবক উচ্চ শিক্ষার জন্যে তাদের সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে সাহস পাবেন বলে মনে হয় না। এমনকি প্রশাসনিক ভবনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জীবনও আর নিরাপদ নয়। ১লা নভেম্বর বন্দুকধারী সন্ত্রাসীরা দিনে-দুপুরে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে একজন ছাত্রকে গুলী করে হত্যা করা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অফিসার ও দু'জন কর্মচারীকেও গুলী করে আহত করেছে। পেটে গুলীবিদ্ধ অফিসার আব্দুস সাত্তার প্রাণরক্ষার জন্যে আর্তচিৎকার করেও রেহাই পাননি। ঘাতকের নিষ্ঠুর বুলেট তাঁর পেট বিদীর্ণ করেছে। তাঁর অবস্থা এখনও আশংকামুক্ত নয়।

ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের কোনো নিরাপত্তাতো নেইই অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, অফিসার এবং কর্মচারীদের জীবনের নিরাপত্তাও আর নেই। এহেন পরিস্থিতিতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একক প্রচেষ্টায় পরিস্থিতির উন্নতি বিধান সম্ভবপর নয়। সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তি বিধানের দায়িত্ব সরকারের। তাই এ ব্যাপারে সরকারকেও নিরপেক্ষভাবে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে। সন্ত্রাসী ছাত্রদের বহিষ্কার করাসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগেই এটি করা সম্ভব।